307198 - পৌত্তলিকতা দ্বারা উদ্দশ্যে

প্রশ্ন

'পৌত্তলিকতা' পরভিাষা দ্বারা কী উদ্দশ্যে? হাদসিে বা কুরআনে কি এ পরভিাষাটি উদ্ধৃত হয়ছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পৌত্তলিকতা দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ: মূর্তপিূজা করা ও মূর্তরি সাথে সম্পৃক্ত থাকা। এ পরভিাষাটি দ্বারা জমনী ধর্মগুলোর দকিে ইঙ্গতি করা হয় যগেুলো মূর্তপিূজা কর; যমেন- আরবরে পৌত্তলিকগণ, ভারতরে পৌত্তলিকগণ ও জাপানরে পৌত্তলিকগণ প্রমুখ। এদরে বপিরীতে রয়ছেে আহলে কতিাবগণ— ইহুদী ও খ্রস্টিান ।

কুরআন-সুন্নাতে মূর্তপিূজার ব্যাপারে নষিধোজ্ঞা এসছেে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতরে নর্দিশে এসছে। আল্লাহ্তাআলা বলনে: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ "কাজইে তোমরা বচেঁ থাক মূর্তপিূজার অপবত্রিতা থকেে এবং বর্জন কর মথি্যা কথা।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩০] আল্লাহ্তাআলা আরও বলনে: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ "মূর্তপিূজা বর্জন করুন।" ।[সূরা মুদ্দাস্সরি, আয়াত: ৫] এ আয়াতরে ব্যাখ্যায় আবু সালামা (রাঃ) বলনে: الرجز হচ্ছ— মূর্ত।[সহহি বুখারী এ উক্তটিকিে 'মুয়াল্লাক' হসিবেে তাঁর সহহি গ্রন্থরে তাফসীর অধ্যায়ে 'আল্লাহ্র বাণী: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ "মূর্তপিূজা বর্জন করুন" শীর্ষক পরচ্ছিদেে উল্লখে করনে]

আল্লাহ্তাআলা আরও বলনে: "আর স্মরণ করুন ইব্রাহমিক; যখন তনি তার সম্প্রদায়কে বলছেলিনে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমাদরে জন্য এটাই উত্তম যদি তোমরা জানত! তোমরা তো আল্লাহ্ছাড়া শুধু মূর্তপিূজা করছ এবং মথি্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ছাড়া যাদরে পূজা কর তারা তো তোমাদরে রযিকিরে মালকি নয়। কাজইে তোমরা আল্লাহ্র কাছইে রযিকি চাও এবং তাঁরই ইবাদত কর। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্ততি হব।"[সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১৬-১৭]

তনি আরও বলনে: "ইব্রাহমি আরও বললনে: তোমরা তো আল্লাহ্র পরবির্তে মূর্তগিুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে, দুনয়িার জীবনে তোমাদরে নজিদেরে মাঝে সম্প্রীতি রক্ষার্থ। পরে কয়িামতরে দনি তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লানত দবে। আর তোমাদরে আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদরে কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"[সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ২৫]

ইমাম বুখারী (হাদসি নং-৭) আবু সুফয়িানরে সাথে হরিাক্লয়িাসরে ঘটনায় বর্ণনা করনে য: "আমি তোমাকে জজ্ঞিসে করছেলিাম: তনিি তোমাদরেকে কীসরে নর্দিশে দনে? তখন তুমি উল্লখে করছে য, তনিি তোমাদরেকে আল্লাহ্র উপাসনা করার নর্দিশে দনে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করতে বারণ করনে। তনিি তোমাদরেকে মূর্তপিূজা করতে নষিধে করনে। তনিি তোমাদরেকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা এবং পবত্রি চরত্রি রক্ষার নর্দিশে দনে। তুমি যা বলছে সটো যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তনিি অচরিইে আমার দুই পায়রে নীচরে স্থানদ্বয়রেও মালকিানা লাভ করবনে"।

ইমাম আবু দাউদ (৪২৫২) ও ইমাম তরিমযিি (২২১৯) ছাওবান (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আল্লাহ্তাআলা তামাম পৃথবীকে আমার জন্য ভাঁজ করছেলিনে; যাতে করে আমি পৃথবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চমি প্রান্ত দখেতে পাই। পৃথবীর যতটুকুকে আমার দখোর জন্য ভাঁজ করা হয়ছেলি অচরিইে ততটুকুতে আমার উম্মতরে রাজত্ব কায়মে হব। আমাকে সাদা ও কালো দুটো গচ্ছতি ধন দওেয়া হয়ছে...। আমার উম্মতরে কছিু গোত্র পৌত্তলকিদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এবং আমার উম্মতরে কছিু গোত্র মূর্তপিূজাতে লপি্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কয়িামত কায়মে হবে না।"[আলবানী হাদসিটকিে 'সহহি আবি দাউদ' গ্রন্থে সহহি বলছেনে]

ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থরে একটি পরচ্ছিদেরে শরিোনাম দনে এভাব: "যামানা পরবির্তন হওয়া; এমনকি মূর্তপিূজায় লপি্ত হওয়া" শীর্ষক পরচ্ছিদে। এরপর তনিি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসি উল্লখে করনে: তনিি বলনে: "'যুল-খাসলা'-র উপর দাওসরে নারীদরে নতিম্ব নাচার আগ পর্যন্ত কয়িামত কায়মে হবে না।" 'যুল-খাসলা' হচ্ছে দাওস গোত্ররে তাগুত; জাহলেী যুগে তারা যার পূজা করত।[সহহি বুখারী (৭১১৬)]

উদ্দশে হচ্ছ: পৌত্তলকিতা। আর তা হচ্ছে মূর্তপিূজা; যা জাযরিাতুল আরব জুড়ে প্রসারতি ছলি। বর্তমানে এটি কছিু কছিু দশেে রয়ছে; যমেন- ইন্ডয়িা, জাপান ও আফ্রকিার কছিু কছিু দশেে।

হাদসি থকেে জানা যায় য, শষে যামানায় কয়িামতরে আগে পৌত্তলকিতা জাযরিাতুল আরবে ফরিে আসব।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।